দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 4 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের বেতন

সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নাই। এই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই ১৯৯৪ সালে লক্ষ লক্ষ টাকা খচর করিয়া দেশে বেশ কিছু কমিউনিটি বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক বিধি মোতাবেক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হইয়াছিল। সেই থেকে উক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যথাযথরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের বেলাব থানার ৯টি কমিউনিটি বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক-শিক্ষিকাই কোন সরকারী অনুদান পাইতেছেন না, যাহার ফলে একদিকে যেমন উক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মানবেতর দিনযাপন করিতেছেন, অপরদিকে কোমলমতি হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাও ব্যাহত হইতেছে। কারণ অর্থাভাব নিত্যসঙ্গী হওয়ায় উক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আর পূর্বের ন্যায় মনোযোগ দিয়া স্কুল চালাইতে পারিতেছেন না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্কুল চালানোর জন্য যে আনুষঙ্গিক খরচ-যেমন ঃ চক, ডাষ্টার, রেজিষ্ট্রি খাতা, হাজিরা খাতা, বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্যও সরকার হইতে কোন টাকা পাওয়া যায় না। এমন অবস্থা যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে আর কিছুদিন পর অত্র স্কুলগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে অনেক লেখালেখি সত্ত্বেও কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। ফলে যথাযথ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিসেস রৌশন জাহান পিয়ারা,
সহকারী শিক্ষিকা,
বীর বাঘবেড় উত্তর কমিউনিটি বিদ্যালয়
বেলাব, নরসিংদী।